বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।
সভার তারিখ ও সময় : ২৮/০২/২০২১ খ্রি:, বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
সভার স্থান : প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কক্ষ।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি ১১/০২/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির বিষয়ে ফলাবর্তক (ফিডব্যাক) সভা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

সভাপতি এপিএ টিমের সদস্য সচিব মনিরা ইয়াসমিনকে সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাসহ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপন করেন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত এপিএ অর্ধবার্ষিক ফিডব্যাক সভার আলোকে এ দপ্তর সংশ্লিষ্ট ২টি কার্যক্রমের মধ্যে বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে লাইসেন্সের আবেদন নির্ধারিত সময়সীমা (২১দিন) এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রত্যয়ন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদ লাইসেন্স মঞ্জুর/নবায়ন করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রত্যয়ন চূড়ান্ত প্রমাণক হিসেবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্সের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৪০টি। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন হয়েছে ১০৮৭টি, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮১.১২%। সভাপতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

সভাপতি সদর দপ্তরসহ সকল শাখা অফিসকে এ বিষয়ে সচেষ্ট থেকে নির্ধারিত সময়ে লাইসেন্স মঞ্জুর করার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদানের জন্য পত্র দিতে হবে মর্মে জানান।

সভাপতি উপস্থিত সকলের সাথে আলোচনা করে আরো বলেন যে, লাইসেন্স মঞ্জুরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় বলতে সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় লাইসেন্স মঞ্জুরের জন্য উল্লিখিত নির্ধারিত সময়কে বোঝানো হয়েছে, যা আবেদনকারী কর্তৃক নির্মাণ সম্পন্নতার প্রতিবেদন দাখিলের পর হতে হিসেব করতে হবে। নকশা অনুমোদনের পর পরিদর্শনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে আবেদনকারী কর্তৃক ত্রুটি সংশোধন করে আবেদন দাখিলের পর হতে লাইসেন্স মঞ্জুরের নির্ধারিত সময় হিসেব করতে হবে। প্রতিমাসে এপিএ রিপোর্ট প্রদানের সময় প্রমাণকসহ দাখিল করতে হবে।

সদস্য সচিব জানান, এপিএ-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য, ২০২০-২০২১ এ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩য় কোয়ার্টারে অংশীজনদের সাথে ৩টি মতবিনিময়/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক কর্মচারীর প্রশিক্ষণের জনঘন্টা ৫০ এবং এপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তাদের জনঘন্টা ৫ পূরণের বাধ্যবাধকতা আছে। সদর দপ্তরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ চলমান আছে। একইভাবে শাখা অফিসগুলোতেও লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তিতে নির্ধারিত সময়সীমা এবং বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদ লাইসেন্স নির্ধারিত সময়ে মঞ্জুরের প্রমাণক দাখিল করার জন্য অফিস আদেশ জারি করে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
(৩) অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়/অবহিতকরণ সভার আয়োজন করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আবুল কালাম আজাদ)
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ
ও
আহ্বায়ক/টিম লিডার, এপিএ টিম।
বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।